দৈনিক ইনকিলাব

030

তারিখ 21 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

বরগুনায় স্কুলত্যাগীর সংখ্যা বাড়ছে

বরগুনা জেলার পল্লী অঞ্চলের বেসরকারী হাই স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলের গরীব সাধারণ ছাত্ররা লেখাপড়া ছেড়ে ক্ষেতমজুরসহ বিভিন্ন পেশায় যোগ দিচ্ছে। ফলে, স্কুলগুলোতে ছাত্র উপস্থিতি আগের চেয়ে অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। জেলার বেশকিছু স্কুল শিক্ষকের কাছে আলাপ করে জানা গেছে, চলতি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায় স্কুলেই ছাত্র উপস্থিতি কম ছিল। প্রাথমিক এক জরিপে দেখা গেছে, পল্লী অঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর শতকরা ৭০ জন শিশু-কিশোর পড়া ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত মজুরের কাজে নিয়োজিত হয়েছে। কারণ হিসেবে কয়েকজন শিক্ষক জানিয়েছে, প্রতি বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খড়া, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির কারণে জেলার কৃষককুল পঙ্গু হয়ে পড়েছে। দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের পাঠ্য বই, পোশাক-পরিচ্ছদসহ স্কুলের বেতন যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে, বাধ্য হয়েই তারা তাদের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন কাজে পাঠিয়ে টাকা উপার্জন করাচ্ছে। কয়েকজন কৃষিজীবী অভিভাবকের সাথে আলাপ করে একই উত্তর পাওয়া গেছে।

অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বরগুনা জেলা শহরসহ উপজেলা ও অন্যান্য হাট-বাজারসমূহের হোটেল রেস্তোরাঁয় শতকরা ৬৫ ভাগ শিশু-কিশোর 'বয়ের' কাজ করছে। এদের শতকরা ৫৫ ভাগই অর্থের অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে চলে এসেছে। অধিকাংশ স্কুলত্যাগী শিশু-কিশোর দৈনিক ২০/২৫ টাকা আয়ের জন্য রিকশা চালাচ্ছে, ক্ষেত মজুর/দ্বীন মজুর হিসাবে কাজ করছে, মেয়েরা ঝি-এর কাজ করছে।

এদিকে স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ায় শিক্ষকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টিদান একান্ত প্রয়োজন।

— মোঃ মোশাররফ হোসেন